লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২৩ • সংখ্যা - ০১ • ১লা এপ্রিল ২০১৩ • মূল্য - ২.০০ টাকা • Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

অধিকার প্রকল্প

বার্তা প্রতিনিধি: যে সমস্ত গরীব মানুষের নাম বি পি এল তালিকায় নেই তারা 'অধিকার' প্রকল্পে বাড়ী তৈরির জন্য ৪৮ হাজার টাকা অনুদান পাবেন। পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য বিশেষ আর্থিক প্রকল্পে রাজ্যের ১১টি জেলার জন্য কেন্দ্র ৮৭৫০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছে বলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী ১৫ই মার্চ রাজ্য বিধানসভায় জানান। এই প্রকল্পে ৩৪ হাজার ৫০৬টি বাড়ী তৈরি হবে। বাড়ী ছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উন্নয়ন প্রকল্পও রূপায়িত হবে।

রাজ্যে স্বচ্ছতাদূত

বার্তা প্রতিনিধি: বাড়ী বাড়ী গিয়ে পঞ্চায়েতের কাজ সম্পর্কে জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য সারা রাজ্যে প্রায় ৪৩ হাজার স্বচ্ছতাদূত নিয়োগ করছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা সাম্মানিক ও কমিশন পাবেন স্বচ্ছতাদূতরা। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় নিয়োগ হলেও পরিচালনা করবে রাজ্য সরকার। নির্মল ভারত অভিযান সহ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করতেই প্রত্যেকটি গ্রাম সংসদ এলাকায় একজন করে স্বচ্ছতাদূত নিয়োগ করা হচ্ছে।

প্রচার যাত্রা

বার্তা প্রতিনিধি: বারাসাত যুবক সংঘ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইউনিটের উদ্যোগে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন এবং থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে এক মোটর সাইকেল প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত চাঁপাডালি থেকে এই সচেতনতা যাত্রা শুরু হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে ১৩ ফেব্রুয়ারি শিলং-এ শেষ হয়।

শিক্ষা সংরক্ষণ

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্য মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা আসন সংরক্ষণ বিল, ২০১৩। এই বিলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ আসন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী অর্থাৎ ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ও বি সি তালিকায় যে সমস্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে তার ৫৭ শতাংশেরও বেশি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের।

অধিকার সুরক্ষায় প্রতিকার

মিজানুর রহমান: 'প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামে একটি ছোট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নানা ধরনের সমস্যার প্রতিকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্যান্য সংস্থা যেখানে মানুষকে সচেতন করে দিয়ে তাদের দায় সারছে সেক্ষেত্রে প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কিন্তু মানুষের কাছে একটি ব্যতিক্রমী সংগঠন রূপে পরিচিতি লাভ করছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডলপাড়া গ্রামের রেণুকা ও কুশ বিশ্বাসের পরিবারের ৪টি রেশন কার্ডের মধ্যে ৩টি বি পি এল কার্ড রূপে চিহ্নিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, পরিবারে ৩টি বি পি এল কার্ড থাকা সত্ত্বেও গত এক বছর ধরে উক্ত পরিবারকে বি পি এল এর জন্য নির্ধারিত খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছিল না। রেণুকা দেবী তাদের এই সমস্যার কথা গাইঘাটায় প্রতিকারের স্থানীয় কর্মী রীনা পাঠককে জানালে রীনা পাঠক উক্ত ঘটনা সরাসরি মহকুমা খাদ্য নিয়ামক দেবাশীষ বিশ্বাসকে জানান। দেবাশীষবাবু তৎক্ষণাৎ রেণুকা দেবীর প্রাপ্য খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় ডিলারকে নির্দেশ দেন। মহকুমা খাদ্য

এরপর পাঁচের পাতায়

লোকসভায় পেশ হল
' জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল'

বার্তা প্রতিনিধি: সুদীর্ঘকাল টালবাহানার পর অবশেষে ১৯ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় 'জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিল' অনুমোদনের পর ২২ মার্চ তা লোকসভায় পেশ করা হল। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা উচ্চ ভর্তুকিযুক্ত সরকারি মূল্যে অর্থাৎ ১ থেকে ৩ টাকা কেজি দরে মাথাপিছু মাসিক ৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার লক্ষ্যে সংশোধিত 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলটি' অনুমোদন করেছে। সংশোধিত এই 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল' লোকসভায় অনুমোদিত হলে উপকৃত হবে গ্রামের ৭৫ শতাংশ এবং শহরের ৫০ শতাংশ অর্থাৎ গড়ে ভারতের ৬৭ শতাংশ মানুষ।

'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলে'র মূল বৈশিষ্ট হল:-

- সংশোধিত এই বিলের আওতায় আসবে ৬৭ শতাংশ অর্থাৎ ৮২ থেকে ৮৪ কোটি মানুষ।
- এই বিলে মাথাপিছু ৫ কেজি খাদ্যশস্য সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
- চাল ৩ টাকা কেজি দরে, গম ২ টাকা কেজি দরে এবং দানা জাতীয় খাদ্যশস্য ১ টাকা কেজি দরে উপভোক্তাদের দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় থাকা প্রায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ হত দরিদ্র পরিবারকে মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার

এরপর পাঁচের পাতায়

পরিষেবা দিতে গিয়ে হয়রানি করলে আর্থিক জরিমানা

বার্তা প্রতিনিধি: সময়মত পরিষেবা না দিয়ে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করলে এবার থেকে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিককে আর্থিক জরিমানা দিতে হবে। এই জরিমানার পরিমাণ হবে ২৫০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। ৬ মার্চ রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত এই প্রস্তাবটি ছাড়পত্র পেয়েছে। এবার রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনে 'পশ্চিমবঙ্গ লোক পরিষেবা অধিকার বিল, ২০১৩' নামে বিষয়টি আসছে। এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকমত পরিষেবা পায় তা সুনিশ্চিত করা। এই বিল বিধানসভায় গৃহীত হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের অযথা হয়রানি কমবে।

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবা পেতে মানুষকে দিনের পর দিন সরকারি অফিসগুলোতে ছুটোছুটি করতে হয় যেমন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, লারনিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, জমির খতিয়ান, জমির পড়চা, জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র, রেশন কার্ড, বি পি এল কার্ড, মার্কশিট, প্রাপ্ত নম্বরের পূনর্মূল্যায়ন, বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সহ কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা ধরনের পরিষেবাকে এই বিলের অন্তর্ভুক্ত

এরপর পাঁচের পাতায়

দু:স্থদের জন্য কন্যাশ্রী

বার্তা প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মেয়েদের জন্য রাজ্য সরকারের বড় চমক হল 'কন্যাশ্রী' নামক সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প। যে সমস্ত পরিবারের ৫০ হাজার টাকার কম বার্ষিক আয় রয়েছে সেই সমস্ত পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মালে তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কন্যাকে রাজ্য সরকার এককালীন ২৫ হাজার টাকা দেবে। তবে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে অবিবাহিত থাকতে হবে। দু:স্থ পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে রাজ্য সরকার ব্যাংকে তার নামে যে টাকা রাখবে ১৮ বছর বয়সে তা সুদে আসলে বেড়ে ২৫ হাজার টাকা হবে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে ৭০০ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। কন্যাভ্রুণ হত্যা এবং বাল্যবিবাহ রোধে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে রাজ্য সরকারের অভিমত। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া বা পড়াশোনা করতে না পারা বা কোনরূপ প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত মেয়েরাই এই প্রকল্পের আওতায় আসবে।

শিশু অপুষ্টি প্রতিরোধে মডেল আই সি ডি এস

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রামাঞ্চলে শিশু অপুষ্টি প্রতিরোধে হুগলী জেলার বিভিন্ন ব্লকে ২২ টি মাল্টি স্পেশালিটি আই সি ডি এস তৈরি করা হচ্ছে। এই ২২টি কেন্দ্রকে মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরির কাজও শুরু করা হয়েছে। সমস্ত গ্রামীণ ব্লকেই এই কেন্দ্র থাকবে। এই সমস্ত কেন্দ্রে শিশুদের পড়াশোনা, খেলাধূলো, পুষ্টি সম্পর্কে মায়েদের সচেতন করা ছাড়াও শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে। একজন শিশু চিকিৎসক কিছুদিন পর পর শিশুদের পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রে আসবেন। পাশাপাশি একজন পুষ্টি বিশেষজ্ঞকেও মাঝে মাঝে এনে শিশু পুষ্টি সম্পর্কে মায়েদের সচেতন করা হবে। কারণ গ্রামাঞ্চলে শিশুদের অপুষ্টি একটি বড় সমস্যা। তাই তারা যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে

এরপর তিনের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ

সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা) অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

গ্রাম উন্নয়নই আসল কথা

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে সরকার বনাম কমিশনের পত্রযুদ্ধ ঘোর সংশয়ের বাতাবরণ তৈরি করেছে। এমনিতেই নির্বাচনের কয়েকমাস আগে থেকেই গ্রাম উন্নয়নের গতানুগতিক ধারায় ছেদ পড়তে শুরু করে। কাজ নিয়ে সঙ্কীর্ণ দলবাজির অভিযোগ, তহবিল তছরূপ, সময়মত মজুরি না পাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে উন্নয়নমুখী কাজকর্ম একরকম বন্ধ হয়ে যায়। কার্যত স্বশাসিত সরকারই তখন এক ধরনের কর্মহীনতায় ভুগতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মের এই অনিশ্চয়তার ধারাটি এবার যেন সরকার বনাম কমিশনের কাজিয়ায় আরও খানিকটা শক্তিশালী হয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন, সরকার বা কমিশনকে নিয়ে নয়। আমাদের প্রশ্ন, এই সময়ে গ্রামের গরীব গুবোদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত যোগাড়ের অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকা নিয়ে। এমনিতেই পঞ্চায়েতের নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার পর থেকে নতুন পঞ্চায়েত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের গরীব মানুষের তেমন কোন কাজ থাকে না। তার উপর নির্বাচনের দিন ঘোষণা নিয়ে এবার প্রথম থেকেই যেভাবে জল ঘোলা হচ্ছে তাতে নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই উন্নয়নমূলক কাজকর্ম স্তব্ধ হতে শুরু করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত যেহেতু গ্রামের স্বশাসিত সরকার রূপে চিহ্নিত তাই গ্রাম উন্নয়নের কোন কাজই পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের নিষ্কর্মা হয়ে পড়ার অর্থই হল, সামান্য যে কাজটুকু গরীব মানুষের জুঠত এবং তা দিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার যোগাড় হত সেক্ষেত্রেও এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া। সাধারণ মানুষের রুটি রুজির পাশাপাশি স্বনির্ভর দলগুলিও তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে অনেকাংশে পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল। তাই পঞ্চায়েতের এই নিস্ক্রিয়তার প্রভাব স্বনির্ভর দলগুলির উপরও পড়বে। ব্যাহত হতে থাকবে গ্রামীণ জনজীবনের আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া। আর এই ব্যাহত হওয়ার পর্ব যাতে দীর্ঘায়িত না হয় সেটা দেখা উচিত রাজনৈতিক দল, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা শিবির

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ী ব্লকের বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুনড়ী গ্রামে সম্প্রতি মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্যবহার বিষয়ক এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৫১ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এ সি সি লিমিটেডের উদ্যোগে এবং লোক কল্যাণ পরিষদের পরিচালনায় স্যানিটারী ন্যাপকিন বিষয়ে সচেতনতা শিবিরে আলোচনা করেন প্রতিমা রায়।

তিনি বলেন, স্যানিটারী ন্যাপকিন বিষয়ে গ্রামের মহিলারা সচেতন নন। তাই গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই সংক্রমণজনিত নানা ধরনের মেয়েলি রোগে ভুগতে থাকেন। সময়মত চিকিৎসা না হবার ফলে এইসব রোগ বেড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অধিকাংশ মহিলাদের মধ্যে নানা ধরনের মেয়েলি রোগকে গোপন করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। তারা রোগাক্রান্ত হয়েও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার দেখাতে আসেন না। তাই এই কর্মশালায় মহিলাদের প্রতি মাসের বিশেষ কয়েকটি দিন অর্থাৎ পিরিয়ড চলাকালীন শারীরিক পরিচ্ছন্নতার জন্য স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহারের উপর তিনি জোর দেন। মহিলাদের ঋতুকালীন সময়ে পরিষ্কার সুতোর কাপড় ব্যবহার করা উচিত। এই কাপড় একবার ব্যবহারের পর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে হলে ভালো করে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু অনেকেই ব্যবহার করা কাপড় না ধুয়ে বা ধোয়ার পর রৌদ্রে না শুকিয়ে ব্যবহার করেন। এর ফলে নানা ধরনের সংক্রমণজনিত রোগের আশংকা থাকে।

তিনি দুর্গন্ধযুক্ত ঋতুস্রাব এবং অন্য কোন অসুবিধায় সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ২৪ জনের উপস্থিতিতে বালিতোড়া গ্রামে, ২৯ জন মহিলার উপস্থিতিতে দুমদুমি গ্রামে, ২১ জন মহিলার উপস্থিতিতে বাকুলিয়া গ্রামে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিষয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পঞ্চায়েত : অন্য রাজ্যে

কেরালা ও ওড়িষ্যায় দৃষ্টান্তমূলক কাজ

বার্তা প্রতিনিধি: কেরালার ত্রিশূর এবং কোজিকোড় জেলার দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৯ জন ওয়ার্ড সদস্যের সদস্য পদ খারিজ করে দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীদের অভিযোগ হল, পঞ্চায়েতী রাজ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে এই দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে 'গ্রাম সভা' অনুষ্ঠিত হয়নি। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই মর্মে অসংখ্য অভিযোগ পাবার পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কে শ্রী ধরন কোজিকোড় জেলার কুরুভাট্টুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ জন সদস্য এবং ত্রিশূর জেলার ভরত্তরাপ্পিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জনের সদস্য পদ বাতিল করে দিয়েছেন। কেরালা পঞ্চায়েতী রাজ আইনের ৩(৩) ধারায় একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে প্রতি ৩ মাস অন্তর 'গ্রাম সভা' অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। ছ'মাসের মধ্যে 'গ্রাম সভা' ডাকার ব্যাপারে পঞ্চায়েত সদস্যরা যদি ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে তাদের সদস্য পদ খারিজের মুখে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের যে ওয়ার্ডে 'গ্রাম সভা' অনুষ্ঠিত হয়নি সেই ওয়ার্ডের ভোটাররা বা অন্য কোন ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য 'গ্রাম সভা' অনুষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপারে কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইতে পারেন।

পঞ্চায়েতী রাজ আইন অনুসারে সদস্য পদ খারিজ হয়ে যাওয়া সদস্যরা ২০১৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তাদের সদস্য পদের মেয়াদকাল অবধি কোন নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এ ব্যাপারে আদালত থেকে স্থগিতাদেশ পাবার ব্যাপারে সদস্যদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে রাজ্য সরকার উক্ত পঞ্চায়েত বাতিল করে পুনরায় নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন।

গ্রাম সভা নিয়ে ভিডিও রেকর্ড বাধ্যতামূলক করল ওড়িষ্যা: 'গ্রাম সভা' এবং 'পল্লী সভা' অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার এই সভাগুলিকে ভিডিও রেকর্ড করার নির্দেশ জারী করেছে। ওড়িষ্যা সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ দপ্তরের মন্ত্রী কল্পতরু দাশ জানান, পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিশেষত: উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এবং পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সভাগুলির ক্ষেত্রে ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এ ধরনের ভিডিও ক্লিপিংস এবং সিডিগুলো পঞ্চায়েত দপ্তর এবং জেলা অফিসে রাখা থাকবে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে কোন নাগরিক 'গ্রাম সভা' ও 'পল্লী সভা' সংক্রান্ত কোন তথ্য জানতে চাইলে তা তাদের দেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান। ওড়িষ্যা সরকার ১৮টি জেলার ৩৭৯৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একজন করে পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক এবং ২৫৯১ জন কারিগরি সহায়ক নিয়োগ করেছে যাদের কাজ হবে সুসংহত কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এবং পঞ্চায়েতের উন্নয়নের গতি বাড়ানো। গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের অভাব অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েতে জানাতে পারেন তার জন্য একটি টোল ফ্রি নাম্বারও ২০১২ সালের ২রা অক্টোবর থেকে চালু করা হয়েছে।

মদ বিরোধী অভিযান কর্ণাটকে

এক অখ্যাত গ্রামের কাহিনী

বার্তা প্রতিনিধি: গ্যাভিরালা কর্ণাটকের কোপ্পাল জেলার একটি অখ্যাত গ্রাম। অথচ এই গ্রামের মানুষরাই দু'টি বড় সামাজিক সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে প্রায় অসাধ্য সাধন করে ফেলল। অসাধ্য সাধন বলছি এই কারণে, এই দু'টি সমস্যার সমাধান করতে গেলে মানুষের ব্যবহারিক পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল, যা এক -দু'দিন বা এক-দু'মাসের মধ্যে করা সম্ভব নয়। এই সংশোধনের জন্য লেগে থাকতে হয় বছরের পর বছর ধরে। আর এই লেগে থাকার মধ্য দিয়েই এসেছে সাফল্য। গ্রামের মানুষকে মদ ছাড়ানো এবং তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার রাস্তা খুঁজে বার করে বাড়ীতে শৌচাগার তৈরি করিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

ইয়ালবুর্গা তালুকের গ্যাভিরালা গ্রামের যে সমস্ত অধিবাসীরা মদ খেয়ে প্রচন্ড ঝগড়াঝাটি করত এবং বাড়ীর মহিলা ও শিশুদের নানাভাবে কষ্ট দিত গ্রামবাসীরা তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার ব্যবস্থা করলেন। এমনকি গ্রামবাসীরা মদ বিক্রি যেমন নিষিদ্ধ করলেন তেমনি আবার যারা এই নিষেধ মানবেন না তাদের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামবাসীরা নিজেরা বসেই ঠিক করলেন, এই জরিমানার টাকা মানুষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে খরচ করার জন্য লোন হিসেবে দেওয়া হবে এবং এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রথম ধাপই হল বাড়ীতে শৌচাগার তৈরি করা। ২০০৮ সাল থেকেই গ্রামবাসীরা সামাজিক অভিশাপ থেকে গ্রামের মুক্তির উদ্যোগ খুঁজতে শুরু করে। ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে দেড় লাখ টাকারও বেশি জরিমানা আদায় করা হয়। এই জরিমানা আদায় করার উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর থেকেই মানুষের মদ খাওয়া এবং বাড়ীর মহিলা শিশুদের উপর নির্যাতনের প্রবণতা কমতে শুরু করে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্করাজ মালকোপা জানান, জরিমানা থেকে ইতিমধ্যেই ১১ জনকে বাড়ীতে শৌচাগার তৈরির জন্য লোন দেওয়া হয়েছে। চারটি পরিবার ইতিমধ্যেই শৌচাগার তৈরির কাজ শেষ করে ফেলেছে। এই লোন নিতে গেলে অবশ্য গ্রামবাসীদের বছরে দু'শতাংশ সুদ দেওয়া বাধ্যতামূলক। লোন শোধ করার জন্য প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়। লোনের টাকার সাথে সামান্য সুদ ধার্য করার অর্থ হল, যাতে ধাপে ধাপে আরও অনেক গ্রামবাসীর কাছে শৌচাগার তৈরির সুফল পৌঁছে দেওয়া যায়। গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামের দু'জন যুবকের কথা শোনালেন যারা বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোনওভাবেই মদ বিক্রি করা ছাড়তে পাচ্ছিলেন না। তাদের প্রত্যেককে ৭০০০ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হল। তারপর তারা কিন্তু শীঘ্রই মদ বিক্রি ছেড়ে দিলেন। আরও একটি দৃষ্টান্ত হল, জনৈক গ্রামবাসীকে মদ খাওয়ার জন্য পাঁচবার জরিমানা আদায় করার পর তার মদ খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হল। এমনই সব অবিশ্বাস্য কান্ডকারখানার সাক্ষী থেকেছেন গ্যাভিরালা গ্রামের মানুষরা। একদিকে মদ খাওয়ার জরিমানা আদায় হচ্ছে, অন্যদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শৌচাগার তৈরির প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে। সত্যিই তো গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে এ ধরনের সামাজিক চেতনার বিস্তার ঘটালে দৃষ্টান্তমূলক অনেক কাজই করা যায়। আমাদের রাজ্যেও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাগরিক সমাজ, সমাজ সচেতন ক্লাবগুলি এগিয়ে এসে রাহুগ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে। কর্ণাটকের এই অখ্যাত গ্রামটি তো সে কথাই প্রমাণ করেছে।

প্রতিবন্ধী ও বিধবা ভাতা বাড়ছে রাজ্যে

বার্তা প্রতিনিধি: ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এর ফলে বি পি এল পরিবারগুলি উপকৃত হবে। ৪০ বছরের বেশি বয়সের যে সমস্ত বিধবা মহিলারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছেন তাদের ভাতা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। ১৮-৭৮ বছর বয়সের প্রতিবন্ধীদের ভাতাও ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। আবার ৮০ বছরের উর্ধ্বে প্রতিবন্ধীদের ভাতা ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পে বি পি এল পরিবারে ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সী পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু হলে উক্ত পরিবার বর্তমানে এককালীন ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে ৪০,০০০ হাজার টাকা পাবে।

প্রতি বছর যে তারিখগুলিকে বিশেষ দিবস রূপে পালন করা হয়

মাস	তারিখ	কোন দিবস রূপে চিহ্নিত
জানুয়ারি	২	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
জানুয়ারি	৩০	বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস
ফেব্রুয়ারি	২	বিশ্ব জলাভূমি দিবস
ফেব্রুয়ারি	২১	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
ফেব্রুয়ারি	২৮	জাতীয় বিজ্ঞান দিবস
মার্চ	৮	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
মার্চ	১৫	বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস
মার্চ	২১	বিশ্ব বনাঞ্চল দিবস
মার্চ	২২	বিশ্ব জল দিবস
মার্চ	২৩	বিশ্ব জলবায়ু দিবস
মার্চ	২৪	বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস
এপ্রিল	৭	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
এপ্রিল	২১	বিশ্ব জ্যোর্তিবিজ্ঞান দিবস
এপ্রিল	২২	বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস
মে	১	আন্তর্জাতিক মে দিবস
মে	২২	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র দিবস
জুন	৫	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
জুলাই	২৮	বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস
আগষ্ট	৬	হিরোসিমা দিবস
আগষ্ট	৯	নাগাসাকি দিবস
সেপ্টেম্বর	১৬	বিশ্ব ওজোন অক্সিজেন ভারসাম্য রক্ষা দিবস
সেপ্টেম্বর	২১	বিশ্ব অ্যালজাইমার (ভুলে যাওয়া রোগ) দিবস
অক্টোবর	১	বিশ্ব বন্যপ্রাণী সপ্তাহ
অক্টোবর	১৬	বিশ্ব খাদ্য দিবস
নভেম্বর	১৪	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস/আন্তর্জাতিক শিশু দিবস
ডিসেম্বর	২	ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা দিবস
ডিসেম্বর	১০	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
ডিসেম্বর	১৪	জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস

নিজে জানুন অন্যকে জানান

মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারা

ধারা : ১. সমানাধিকার।
ধারা : ২. বৈষম্য থেকে মুক্তি।
ধারা : ৩. জীবন, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সুরক্ষার অধিকার।
ধারা : ৪. দাসত্ব থেকে মুক্তি।
ধারা : ৫. নির্যাতন, অসম্মানজনক ব্যবহার থেকে মুক্তি।
ধারা : ৬. আইনের আগে মানুষ হিসাবে স্বকৃিতির অধিকার।
ধারা : ৭. আইনের চোখে সাম্যের অধিকার।
ধারা : ১১. আইনগতভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ বিবেচনা করার অধিকার।
ধারা : ১২. পরিবার, বাড়ি, চিঠি পত্রের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার।
ধারা : ১৩. দেশের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণের স্বাধীনতা।
ধারা : ১৫. জাতীয়তা এবং তা পরিবর্তনের স্বাধীনতা।
ধারা : ১৬. বিবাহ এবং পরিবারের অধিকার।
ধারা : ১৭. নিজের সম্পত্তির অধিকার।
ধারা : ১৮. বিশ্বাস এবং ধর্মাচরণের অধিকার।
ধারা : ১৯. মতামত এবং তথ্যের স্বাধীনতার অধিকার।
ধারা : ২০. শান্তিপূর্ণ সভা ও সমাবেশের অধিকার।
ধারা : ২১. সরকারে যোগদান এবং মুক্ত নির্বাচনের অধিকার।
ধারা : ২২. সামাজিক সুরক্ষার অধিকার।
ধারা : ২৩. নিজের পছন্দমত কাজ এবং সম্প্রদায়ে যোগদানের অধিকার।
ধারা : ২৪. অবসরযাপন এবং বিশ্রামের অধিকার।
ধারা : ২৬. শিক্ষার অধিকার।
ধারা : ২৭. সাংস্কৃতিক জীবন এবং সম্প্রদায়ে যোগদানের অধিকার।
ধারা : ২৮. মানবাধিকার রক্ষার অধিকার।
ধারা : ২৯. মুক্ত এবং সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব পালনের অধিকার।
ধারা : ৩০. উপরোক্ত অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতার অধিকার।

প্রথম পাতার পর...

মডেল আই সি ডি এস

সেই ব্যাপারেও এই কেন্দ্রগুলি থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। মায়েরা যাতে বাড়ীতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর নজর দেন সে ব্যাপারেও তাদের সচেতন করা হবে। শিশুদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এই সমস্ত কেন্দ্রের দেওয়াল রং করে নানা আকর্ষণীয় ছবি আঁকা হবে, যাতে ছবি দেখে শিশুরা পড়তে শেখে। শিশুদের খেলাধূলার নানা সরঞ্জামও রাখা হবে, যার মধ্যে থাকবে রং বেরং এর বিভিন্ন ধরনের পুতুল সহ অন্যান্য সামগ্রী।

একশ' দিনের কাজে বাবুই ঘাসের চাষ

নাসিরুদ্দিন গাজী: একশ' দিনের কাজের প্রকল্পে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামোদরের চরে শুরু হল বাবুই ঘাসের চাষ। রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উদ্যোগে তৈরি সঞ্চারী সংঘের সদস্যরা এই নতুন কাজের দায়িত্ব নিয়েছে বলে জানা যায়। রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদকর্মী প্রভাত বন্দোপাধ্যায় প্রতিবেদককে জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দামোদর নদের চরে প্রায় ৩০-৩৫ বিঘা জমি রয়েছে। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে সেই জমিকে কাজে লাগিয়ে আয়ের সুযোগ বাড়াতে শুরু হয়েছে বাবুই ঘাসের চাষ। প্রায় দু'মাস আগে জঙ্গলমহলের ঝিলিমিলি এলাকা থেকে ৪০ হাজার টাকায় ৪০ হাজার বাবুই ঘাসের চারা এনে লাগানো হয়েছে। চারাগুলোতে জল সেচের জন্য পাম্প বসানো হয়েছে। রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মদন আদক বলেন, এই ঘাস থেকে উৎকৃষ্ট মানের দড়ি ও ঝুড়ি তৈরি হয়। এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে ২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। একশ' দিনের কাজের প্রকল্পের বাঁকুড়া জেলা নোডাল অফিসার সুদীপ সরকার বলেন, রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বাবুই ঘাসের চাষ শুরু হয়েছে। এতে সাফল্য পেলে অন্যান্য জায়গায়ও বাবুই ঘাসের চাষ শুরু করা যেতে পারে।

মহিলা ও শিশু নিরাপত্তায় হেল্পলাইন

বার্তা প্রতিনিধি: মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকায় একটি নতুন হেল্পলাইন নাম্বার চালু করা হয়েছে। নাম্বারটি হল ১৮০০৩৪৫২০১০। এলাকায় মহিলা ও শিশুরা কোনওরকমভাবে নিগ্রহের শিকার হলে তা তার হয়ে যে কেউ এই ফোন নাম্বারে জানিয়ে দিতে পারেন। কারও কাছ থেকে এ ধরনের ঘটনার অভিযোগ পেলে প্রথমেই জেনে নেওয়া হবে মহিলা বা শিশুটি কোন জায়গায় রয়েছেন। তারপর স্থানীয় পুলিশকে ঘটনাটি জানাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে। মহিলারা তাদের বৈবাহিক জীবনের নানা সমস্যা বা যে কোনও পারিবারিক সমস্যার প্রয়োজনে সহায়তা চাইতে পারেন এই নাম্বারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা যাবে। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন গোপনীয়তা বজায় থাকবে তেমনি অন্যদিকে অত্যাচারের কথা চেপে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে।

পাপোশ তৈরি করে স্বনির্ভর হতে চান মহিলারা

বার্তা প্রতিনিধি: দড়ি তৈরি থেকে শুরু করে পাপোশ, গদি, তোষক প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র বানাতে নারকেল ছোবড়ার অবদান কম নয়। আর সেই নারকেল ছোবড়ার শিল্পকে পেশা করেই দিনের পর দিন সংসার চালাচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের কয়েকটি গ্রামের মহিলারা। নারকেল গাছের প্রতিটি উপাদান যেমন ডাব, নারকেল, পাতা প্রভৃতি সবকিছু থেকেই রোজগার করা যায়। নারকেলের খোসা থেকে যে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন নন্দকুমার ব্লকের পিয়াদা, ব্যবহারটা, নাড়াদাঁড়ি প্রভৃতি এলাকার প্রায় পাঁচশ' মহিলা। তাঁরা এই কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। এই সমস্ত অঞ্চলের শিল্পী মায়া ভৌমিক, লক্ষ্মী পাল ও রীনা মন্ডলরা প্রতিবেদককে জানান, জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ফেলে দেওয়া নারকেল খোসা তারা সংগ্রহ করে আনেন। এরপর খোসাগুলি পেশাই করে বাড়ীতে বসেই সরু সরু করে পেঁজা ছোবড়া তৈরি করেন। আবার কিছুদিন পর সেই ছোবড়া পঁচিয়ে ছেঁচে প্রয়োজন মত দড়ি, পাপোশ, গদি,তোষক প্রভৃতি তৈরির জন্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঠান। অনেকে প্রতিদিন ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন।

জন্ম থেকে মৃত্যু সর্বত্রই সমান কদর

স্বনির্ভর ভাবনা

নাসিরুদ্দিন গাজী: মোমবাতি শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রশিল্প। যে কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান থেকে শোক দিবস সর্বত্র মোমবাতির ব্যবহারের রমরমা। বর্তমানে বিদ্যুতের অভাবে বা হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে মোমবাতির ব্যবহারও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ২৩৩৫টি মোমবাতি তৈরির কারখানা ছিল। তার মধ্যে শুধুমাত্র উত্তর ২৪ পরগণায় ছিল ৯২৭টি কারখানা। আজ গোটা রাজ্য জুড়ে এই শিল্প ছড়িয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় এখনও মোমবাতির যোগান সীমিত।

মোমবাতি তৈরির কারখানা করতে চাইলে প্রথমে পঞ্চায়েত বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্প কেন্দ্রে গিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর বৃত্তিকরের জন্য (প্রফেশনাল ট্যাক্স) দরখাস্ত করতে হবে। বিক্রয়কর দপ্তর থেকে মূল্যযুক্ত কর নং (ভ্যাট নং) নিতে হবে।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে মোমবাতি ব্যবহার করি সেটাই সাধারণ মোমবাতি। অন্ধকার দূর করতে কালিপূজো বা দীপাবলীতে বাড়ি সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি ব্যবহার করা হয়। যেমন- লম্বা মোমবাতি, চতুষ্কোন মোমবাতি, নারকেল মালার মোমবাতি, প্লাস্টিকের পাত্রের মোমবাতি, বালি মোমবাতি, বনজ মোমবাতি, ফুল মোমবাতি, ঝাউগাছ মোমবাতি, ত্রিকোণ মোমবাতি, হৃদয় মোমবাতি। এছাড়া আছে বাহারি মোমবাতি। আনন্দে উৎসবে উপহার কিংবা ঘরের অন্দরমহল সাজাতে বাহারি মোমবাতি ব্যবহার করা হয়। সুগন্ধি জেল মোমবাতি ফ্রিজে রাখলে দুর্গন্ধ চলে যায়।

মোমবাতি তৈরিতে প্রয়োজন হয় -ছাঁচ, পলতে, বড় কড়াই, ১০ নং বালতি, কাঁচি, মগ, উনুন, একটি জুতোর ব্রাস, লোহার শক্ত পাত, প্যাকিং পেপার, লেবেল, আঠা, প্যারাফিন ওয়াক্স, স্টিয়ারিকঅ্যাসিড, মৌমোম, রং ও সুগন্ধি। ডাইস কিনতে পাওয় যায় কলকাতার আর এন মুখার্জী রোড, হাওড়ার বেলেলিয়াস রোড, বেলেঘাটার সরকার বাজার এবং মধ্য কলকাতার মেছুয়া পট্টিতে। এছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলি পাওয়া যায় বড়বাজার ও চীনা মার্কেটে।

মোমবাতি কিভাবে তৈরি হয়: উনুনে কড়াই বসিয়ে প্যারাফিনের টুকরোগুলি দিয়ে দিতে হবে। প্যারাফিন গরম কড়াইতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলতে শুরু করে। প্যারাফিনে ১০% স্টিয়ারিক অ্যাসিড আর ৫% মৌমোম দিতে হবে। সবগুলি একসঙ্গে গলতে থাকবে। ছাঁচের দু'পাশে ঠান্ডা জল ভরে নেওয়ার পর জুতোর ব্রাশ দিয়ে তেল লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর পলতে লাগাতে হবে। দু'টো পাল্লা এক করে চাবি বন্ধ করে দিতে হবে। কড়াইয়ের সমস্ত উপাদান গলে গেলে ঐ তরল প্যারাফিনের দ্রবণ ধীরে ধীরে ছাঁচে ঢালতে হবে। ছাঁচ ভর্তি করে দিতে হবে। পাঁচ মিনিট পর আবার ঢালতে হবে। কারণ শক্ত হয়ে জমে যাওয়ার পর মোমবাতির ওপরের অংশ ফাঁপা থেকে যায়। তাই দ্বিতীয়বার ঢালতে হয়। দশ মিনিট পর পুরো শক্ত হয়ে গেলে ওপরের পলতে কাঁচি দিয়ে কেটে মোমবাতির তলা ছুরি দিয়ে ছেঁটে সমান করে দিতে হবে। এবার পাল্লা দু'টি আলাদা করে দিলে মোমবাতিগুলি বের হয়ে যাবে। এবার মোমবাতিগুলি কাগজে মুড়ে লেবেল লাগিয়ে বাক্সে ভরে বাজারে বিক্রি করতে হবে। **একটি মোমবাতির কারখানা করতে সব মিলিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে অন্তত: ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। পণ্য বিপণনে লাভ থাকে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ।**

সাধারণ মোমবাতি থেকে অনেক সহজ ও সরল পদ্ধতিতে ঘরে বসে ফ্যান্সি বা বাহারি মোমবাতি তৈরি করা যায়। এগুলিকে জেল মোমবাতি বলা হয়। রোজিন ও মিনারেল অয়েলের সংমিশ্রণে তৈরি হয় জেল মোমবাতি। যে ধরনের মোমবাতি তৈরি করতে চান সেই অনুযায়ী কাঁচের পাত্রে পছন্দসই পেইন্টিং করে নিতে হবে। এবার ওভেনে জেল ওয়াক্স গলাতে হবে। গলানোর সময় নির্দিষ্ট অনুপাতে রং মিশিয়ে একটি নির্দিষ্ট কাঁচের পাত্রে ঢালুন। তারপর পলতে পরিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে দিন। এবার আকর্ষণীয় প্যাকেজিং করে বাজারে ছাড়ুন।বাহারি মোমবাতির ব্যবসা ঘরে বসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে করতে পারেন। বিক্রি করে আইটেম পিছু লাভ ৫ থেকে ১০ শতাংশ।

শুরুতে পরিচিত বন্ধু, আত্মীয়দের মধ্যে বিক্রি করুন। তারপর দোকানে দোকানে যোগাযোগ করুন। বিপণনের জন্য জেলাভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় গিফ্‌ট আইটেম বিক্রির যে সমস্ত দোকানগুলি তৈরি হয়েছে সেখানে দিতে পারেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের উপসংঘ, সংঘ, ফেডারেশন তো আছেই। একবার শুরু করুন না, দেখুন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

গাড়ী ভাড়া খাটিয়ে উপার্জনের রাস্তা খুঁজতে চায় স্বনির্ভর সদস্যরা

তাপস চক্রবর্তী: জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন নেপালী, আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান, মেচ, রাভা প্রভৃতি জনজাতি। সবাই একে অপরের সুখে-দু:খের দীর্ঘদিনের সাথী। সাধারণ গ্রামবাসীরা জটিল রাজনীতির অঙ্ক বোঝেন না। সহজ, সরল, সাধারণ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে দিয়েই মিলেমিশে দিন কাটান।

এরকম প্রেক্ষাপটেই চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান। পঞ্চায়েতটি চুয়াপাড়া, মেচপাড়া, রাধারাণী, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান নিয়ে গঠিত। এখানকার অধিবাসীরা মূলত: চা বাগানের পারিশ্রমিকের উপরই নির্ভরশীল। চাষযোগ্য কৃষি জমি এখানে নেই বললেই চলে।

চুয়াপাড়া পাঁচ নং সংসদের বিনম তামাং একদিন পাশের বাড়ীর কল্পনাদির কাছ থেকে শুনলেন মহিলারা দল করলে সরকারি অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। উনি সেই কথা শুনে এসে কয়েকদিন পর আশেপাশের বাড়ীর ১২জন মহিলাকে ডেকে মিটিং করে ২০০৪ সালে দল তৈরি করেন। এখন পর্যন্ত সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ১২ হাজার টাকা। বিনম তামাং প্রতিবেদককে জানান, ব্যাঙ্ক থেকে প্রথম গ্রেডিং এর পরে ৪০ হাজার টাকা লোন পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই ৩৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফেরত দিয়েছেন। দলের সদস্যা রীতা মাহালী ৫হাজার টাকা লোন নিয়ে একটি গরু কিনেছেন। গরুটি দুধ দেওয়া শুরু করেছে। নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও তিনি ২ হাজার টাকার দুধ বিক্রি করতে পারছেন। ইতিমধ্যে ৩ হাজার টাকা তিনি শোধও করেছেন।

মুন্না মঙ্গর দল থেকে ৫ হাজার টাকা লোন নিয়ে ছাগল কিনেছেন। দলের অপর সদস্য চিন্তামনি মাহালী ১০ হাজার টাকা লোন নিয়ে শুয়োর কিনেছিলেন। সেগুলি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, বিক্রি করলে কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা পাওয়া যাবে বলে চিন্তামনি দেবী জানান। দলের অন্য এক সদস্য লীলা কামি দল থেকে আট হাজার টাকা লোন নিয়ে সিমেন্টের ইট তৈরি করছেন। ইতিমধ্যে তিনি ৩৬০০ টাকার ইট বিক্রি করেছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং-এ এবং গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে এই দলটি বিশেষভাবে সক্রিয়। গত বছর দলের সদস্যরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ৭০০ বাড়ীর স্যানিটেশানের ব্যাপারে সমীক্ষার

এরপর পাঁচের পাতায়

বিশ্ব এডস্ দিবসে এ সি সি সেমিনার

বার্তা প্রতিনিধি: বিশ্ব এডস্ দিবস উপলক্ষে এ সি সি লিমিটেডের উদ্যোগে 'এডস্ একটি মারণ রোগ, তার প্রতিকার কিভাবে করা যায়' - এই বিষয়ে একটি সেমিনার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া জেলার মধুকুন্ডায় দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর ক্যাম্পাসে। এই সেমিনারে এ সি সি লিমিটেডের পক্ষে সৈকত রায় বিশ্ব এডস্ দিবসের গুরুত্বের কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, এধরনের সেমিনার, আলোচনা সভা, দিবস উদযাপন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

এই আলোচনা সভায় দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডা: বাণীব্রত সরকার উপস্থিত ব্যক্তিদের এডস্ রোগের লক্ষণ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলকে তিনি সতর্ক করেন। রোগ লক্ষণ বুঝে কোনওরূপ সন্দেহ হলে তিনি তাড়াতাড়ি সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

গরীবের স্বার্থেই মধুকুন্ডার উন্নয়ন জরুরী

বার্তা প্রতিনিধি: মধুকুন্ডা রেল স্টেশনকে ঘিরে একটি ছোট্ট গ্রামীণ জনপদ মধুকুন্ডা। দোকান পাট, বাজার ঘাটের অবস্থানের দৌলতে বলা চলে আধা শহর। শিল্প বলয় হওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষের আনাগোনা ঘটে এই মধুকুন্ডায়। মুধুকুন্ডার আশেপাশেই রয়েছে দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস (এসিসি), মার্ক স্টীল, ভূষণ স্পঞ্জ কারখানা প্রভৃতি। পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ী ব্লকের বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিতোড়া, মোকড়া, দুমদুমি, বাকুলিয়া, পছন্দপুর, মানপুর, দন্ডহিত, সুনুড়ী, মোহনপুর, দেউলী, বেলঝুপা, মোনঝুপা, বাটকা, সালোনী, জগন্নাথ-ডি, কলাইদ, কাপাসডাঙ্গা, ঢ্যাঁড়াস-ডি, কাঠগোড়া, একতিরা, পোড়াডিহা, যাদব-ডি সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিকাংশ মানুষই জীবন জীবিকার প্রশ্নে মধুকুন্ডার উপর নির্ভরশীল। স্টেশনের কাছেই সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। অবশ্য আনাজপাতি প্রত্যেকদিনই পাওয়া যায়। এখানে শতাধিক স্থায়ী দোকানও আছে।

এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর হলেও স্বচ্ছল পরিবারের বসবাস মধুকুন্ডা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়। মধুকুন্ডা এলাকাটি দেখতে শহুরে হলেও শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। মধুকুন্ডার রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। ড্রেন তো নেই-ই। জল নিকাশি নালা না থাকায় বর্ষায় বৃষ্টির জল রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে তখন এই রাস্তাই চলাচলের দিক থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলে। খানা-খন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে যানবাহন তো দূরের কথা, মানুষ হেঁটে যেতে পারে না। তাছাড়া, এখানে ব্যাঙ্ক বলতে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ শাখাটিই সবেধন নীলমনি। এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা খাতা খোলার জন্য বারবার এসেও ফিরে যান। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কথায় 'স্টাফ কম থাকার দরুন খাতা খোলা হয় না'। পিছিয়ে পড়া এলাকার মহিলারা গোষ্ঠী গঠন করে নিজেদের অর্থ সঞ্চয় করার সামান্য সুযোগটুকুও যদি না পায় তাহলে উন্নয়ন হবে কী করে? সরকারি দপ্তরের চিঠি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীরা এস জি এস ওয়াই প্রকল্পের সুযোগ থেকে তাই বঞ্চিত হয়েই চলেছেন। এলাকার মানুষ পোষ্ট অফিসের পরিষেবাটুকুও পান না। কারণ মধুকুন্ডায় কোনও পোষ্ট অফিস নেই। যদিও মধুকুন্ডা স্টেশনে একটি 'লেটার বক্স' ঝোলানো আছে, সেই বাক্সে চিঠিপত্র ভর্তি হয়ে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বাক্স খোলাই হয় না। এলাকার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের চাকরীর পরীক্ষার দরখাস্তও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছায় না। মধুকুন্ডা ও তার আশেপাশের মানুষের গ্যাসের চাহিদা দীর্ঘদিনের। কয়েকশ' মানুষ দূর থেকে (দিশেরগড়) গ্যাস সংগ্রহ করে আনেন। সারা বছর ধরে এইভাবে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন মধুকুন্ডার মানুষ।

প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষকে নানা ধরনের কাজে কর্মে আসতে হয় মধুকুন্ডায়। তাই এই অঞ্চলের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রয়োজন মানুষের জন্য নানা ধরনের সরকারি পরিষেবা। প্রশাসন মধুকুন্ডার উন্নয়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মধু বিহীন কুন্ডটিই পড়ে থাকবে। বঞ্চিত হবে সাধারণ মানুষ।

একশ' দিনের কাজের প্রচারে নেহেরু যুব কেন্দ্র

জয়ন্ত দাস: ভারত সরকারের গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় নেহেরু যুব কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলায় একশ' দিনের কাজ সম্পর্কে স্থানীয় যুব সমাজের এবং গ্রামের শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমিক, গ্রাম সভার সদস্য এবং যুব সংগঠনগুলোকে একশ' দিনের কাজের ব্যাপারে তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এই ১৫টি জেলা হল, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। জলপাইগুড়ি নেহেরু যুব কেন্দ্রের জলপাইগুড়ি জেলা শাখা সঞ্চালক শ্রী দেবকুমার চ্যাটার্জীর তত্ত্বাবধানে এই জেলার ১৩টি ব্লকের ৬১০টি স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নেহেরু যুব কেন্দ্রের অনুমোদিত সংগঠন গুলোর মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করা হলেও সাংস্কৃতিক প্রচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংগঠনগুলোকেও সামিল করা হয়। শ্লোগান, কবিতা ও দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন সম্পর্কে এলাকার মানুষকে সচেতন করা হয়। জলপাইগুড়ি নেহেরু যুব কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ গৌতম ভট্টাচার্য জানান, এলাকার মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। শ্লোগান, কবিতা ও দেওয়াল লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ৩০০ টাকা এবং ২০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কাজের সুবিধার জন্য ২০টি গ্রামকে একটি ক্লাস্টারের অধীনে রাখা হয়। গ্রাম পিছু ৭০০ টাকা হিসেবে একেকটি ক্লাস্টারের জন্যে বরাদ্দ ছিল ১৪০০০ টাকা। এর মধ্যে ৩০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল পুরস্কারের অর্থ বাবদ, বাকি ১১০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একশ' দিনের কাজ সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে। একশ' দিনের কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেহেরু যুব কেন্দ্রের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও প্রকল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ধামাচাপা পড়ে গেছে। সমাজের প্রয়োজনেই এই কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে সরকারকে এব্যাপারে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে।

বঞ্চনার অভিযোগ: এদিকে বীরভূম জেলায় একশ' দিনের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সামাজিক নিরীক্ষার পুসারে মুরারই১, নলহাটি১, নলহাটি২, মোহাম্মদ বাজার, দুবরাজপুর, রাজনগর, বোলপুর, খয়রাশোল এবং ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকে ব্লক ভিত্তিক কনভেনশন করার জন্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের সিউড়ী, বীরভূম শাখার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লোক কল্যাণ পরিষদের বীরভূম জেলা ইউনিটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জেলার ন'টি ব্লকে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করার এক বছর পরেও মঞ্জুরীকৃত ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার এক পয়সাও দেওয়া হয়নি বলে লোক কল্যাণ পরিষদের প্রকল্প অধিকর্তা প্রতিবেদককে জানান। সরকার যেখানে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দিয়ে আর্থিক সাহায্য করে থাকে সেখানে সরকারি একটি শাখা অফিসের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করার দৃষ্টান্ত কার্যত নজিরবিহীন বলে তিনি মনে করেন।

চারের পাতার পর...

গাড়ী ভাড়া খাটিয়ে

কাজ করেছেন। পঞ্চায়েত থেকে সামাজিক বনসৃজনের জন্য ১০ হাজার চারা তৈরির নার্সারি করেছেন। দলের সম্পাদক বিনম তামাং বলেন, ব্যাঙ্কের লোন শোধ করে এইবার তারা একটু বেশি টাকা চাইবেন যাতে ভাড়া খাটাবার মত একটি ছোট গাড়ি কিনতে পারেন এবং তার আশা গাড়ী ভাড়া দিয়ে দলের সদস্যরা বেশ কিছু টাকা উপার্জন করতে পারবেন। দলের সদস্য চিন্তামনি মাহালী বলেন, পরিবারের একজন চা বাগানে কাজ করেন। সপ্তাহে ৩০০ টাকা মজুরি পান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। তাই অতি কষ্টে তাদের দিন চলে। দলের মধ্যে থাকার জন্য সামান্য হলেও কিছু টাকা উপার্জন করে পরিবারকে সাহায্য করতে পারছেন। সেটাই বা কম কীসে? তাই তার কাছে দলের গুরুত্ব অনেক অনেক সম্মানের।

প্রথম পাতার পর

' জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল'

সংস্থান এই বিলে রাখা হয়েছে। এখানে দারিদ্র সীমার উপরে থাকা বা নীচে থাকার ব্যাপারে কোনওরূপ সীমারেখা টানা হবে না।

- যেহেতু ৩৩ শতাংশ মানুষকে 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলে'র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে তাই ৬৭ শতাংশ মানুষ কারা হবেন তা রাজ্য সরকার ঠিক করবে।
- সংশোধিত 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলে' সন্তান-সম্ভবা এবং প্রসূতি মায়েদের ছ'মাসের জন্য মাতৃত্বকালীন সহায়তা বাবদ প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে তার ক'টি ছেলেমেয়ে আছে তা দেখা হবে না।
- খাদ্যশস্যের ভতুর্কি মূল্য তিন বছর পর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার সরকারি সহায়তা মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে।
- রেশন দোকান থেকে বর্তমানে যে মূল্যে চাল, গম দেওয়া হয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলে' সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলে'র অধীনে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে খাদ্যশস্য পাঠানোর গাড়ী ভাড়া, বহন খরচ, রেশন দোকানের ডিলারদের কমিশন প্রভৃতি বাবদ আর্থিক সহায়তা দেবে।

এই বিল অনুসারে ৬৭ শতাংশ মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ২০১৩-১৪ সালে ভর্তুকি দিতে হবে আনুমানিক ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৪৭ কোটি টাকা যা বর্তমান ভর্তুকির চেয়ে ২৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বেশি।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল' লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল তাতে উপভোক্তাদের গরীব ও সাধারণ-এই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। গরীবদের জন্য ৭ কেজি এবং সাধারণের জন্য মাথাপিছু মাসিক ৩ কেজি খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

কিন্তু সংশোধিত 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলে' সব স্তরেই ৫ কেজি খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও ভর্তুকিযুক্ত সরকারি মূল্য আগের মতই চাল ৩ টাকা গম ২ টাকা এবং দানা জাতীয় শস্যের মূল্য ১ টাকা কেজি রাখা হয়েছে।

প্রথম পাতার পর...

অধিকার সুরক্ষা

নিয়ামকের হস্তক্ষেপে অবশেষে রেণুকা দেবীর খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। গত একমাস যাবৎ রেণুকা দেবী নিয়মিতভাবে খাদ্যশস্য পাচ্ছেন বলে প্রতিবেদককে জানান।

এই গ্রামেরই নির্মাণ ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সুবিধা আদায় করে দিয়ে নজির গড়ল 'প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। গত জানুয়ারি মাসে এই গ্রামেই বনগাঁ মহকুমার সহকারি শ্রম মহাধ্যক্ষকে নিয়ে এসে ভবিষ্যনিধি প্রকল্প সম্পর্কে নির্মাণ শ্রমিক ও অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে সচেতনতা সভা করেছিল 'প্রতিকার'। সভার পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সরকারি ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের ব্যাপারটা বোঝাবার উদ্যোগ শুরু করে 'প্রতিকার' এর স্থানীয় কমিটি। ১৫ জন নির্মাণ কর্মী ও ৩৫ জন অসংগঠিত শ্রমিককে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়ে 'প্রতিকার' এর কর্মীরা তাদের সচেতনতা কর্মসূচিকে সার্থক করে তোলেন। গ্রামে গ্রামে শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রতিকারের শ্লোগান হল - **'বুঝে নিন অধিকার, সঙ্গে থাকবে প্রতিকার'।**

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, 'প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' হাঙ্গার ফ্রি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ক্যাম্পেন নেটওয়ার্কের সাথেও যুক্ত।

প্রথম পাতার পর...

আর্থিক জরিমানা

করা হয়েছে। পরে আরও কয়েকটি বিষয়কে এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

এই সমস্ত পরিষেবা পেতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে কোন আধিকারিক অযথা হয়রানি করছেন, এই মর্মে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করা হবে। তবে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কেউ যাতে অহেতুক কোন সরকারি আধিকারিক বা কোন কর্মচারীকে দোষী করতে না পারে রাজ্য সরকার সেদিকেও যথাযথ দৃষ্টি রাখবে। পুরো বিষয়টি দেখার জন্য গঠন করা হয়েছে কমিশন।

বিজ্ঞপ্তি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের মিনার্ভা রেপার্টারি প্রযোজনার জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বয়সসীমা ১৮ থেকে ৪০ বছর। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য এবং নাটকের কাজে অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। দু'টি স্তরের কর্মশালার মাধ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাসিক ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা চুক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এক বছরের মিনার্ভা রেপার্টারির শিল্পী হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। কাজের নিরিখে পরবর্তীকালে পুনর্নবীকরণ করা হতে পারে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারেন।

সচিব, মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র
৬ উৎপল দত্ত সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

স্মারক সংখ্যা - ২৭১(৯) হাওড়া/জেলা তথ্য তারিখ- ২৫/০৩/১৩

মাশরুম চাষে স্বনির্ভর হোন

মাশরুম কি?

মাশরুম হল এক ধরনের ক্লোরোফিলবিহীন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় মাশরুম প্রায় সারা বছর ধরে উৎপাদন করা সম্ভব।

মাশরুম চাষ কেন করবেন?

মাশরুম অতি পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ। এতে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ লবণ, ভিটামিন ও ফোলিক অ্যাসিড থাকে। নিরামিষভোজী ও রোগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সহজে হজম হয়। বিভিন্ন কঠিন রোগ প্রতিরোধের কাজ করে। এটি দাঁত ও হাড় গঠনে বিশেষ কার্যকরী। চর্মরোগ, বেরিবেরি, হৃদরোগ, মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এর চাষ পদ্ধতি খুব সহজ। ছায়াযুক্ত স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এবং ঘরের ভিতরেও চাষ করা সম্ভব। প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষী ভাইদের বাড়তি আয় এবং অপুষ্টিজনিত রোগের হাত থেকে বাঁচার ভাল খাদ্য হল মাশরুম। মহিলারা অতি সহজেই এর চাষ করে বাড়তি আয় ও পারিবারিক পুষ্টির ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া, ব্যবসাভিত্তিক চাষে অত্যন্ত কম পুঁজি লাগে।

চাষের উপযোগী উপকরণ-

স্পন বা বীজ, ধানের খড়, সাদা পলিথিন, সূতো।

চাষের পদ্ধতি -

কম-বেশি ২০ আঁটি খড় বা প্রায় ৮ কেজি খড় (আগা ও গোড়া বাদে)ছোট ছোট করে কেটে ফুটন্ত জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সারা রাত খড় ভিজিয়ে রাখার পর সকালে জল ঝাড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর ওই ভেজা খড় ৪ ভাগে ভাগ করে রাখতে হবে। তারপর মাশরুমের স্পন বা বীজও ৪ ভাগে ভাজ করতে হবে। ১৮/২০ পলিথিনে প্রথমে একভাগ খড় চেপে চেপে দিয়ে ধার ঘেসে এক ভাগ বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর আবার এক ভাগ খড়, এক ভাগ বীজ। আবার খড়-তারপর বীজ এভাবে চেপে চেপে দিয়ে প্লাস্টিকটির মুখটি চেপে ধরে দড়ি দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে। যাতে ভিতরে হাওয়া ও জল না থাকে। তারপর প্লাস্টিকের নীচের দু'টি কোণ কেটে দিতে হবে। কারণ, যদি জল থাকে তাহলে যেন জল ঝরে যায়। ১৪/১৫ দিন পর প্লাস্টিকের মধ্যে গুটি তৈরি হবে। তখন ওই প্লাস্টিকটি মাঝে মধ্যে ফুটো করে দিতে হবে। ২০/২৫ দিন পর মাশরুম ফুটে বেরোবে। মাঝে মধ্যে পরিস্কার জলের ঝাপটা মারা দরকার। একটি প্লাস্টিক থেকে তিনবার ফলন পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই থেকে ৩ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

তৈরি করতে খরচ - বীজ বা স্পন ১৫ টাকা + খড় ২ টাকা + প্লাস্টিক ১ টাকা + শ্রম ও অন্যান্য ২ টাকা = ২০ টাকা।

ফলন পাওয়া যায় - ৩ কেজি। কাঁচা মাশরুমের দাম ১২০ টাকা প্রতি কেজি। অর্থাৎ ২ কেজির দাম ১২০X২= ২৪০ টাকা।

➢ ১ প্যাকেট চাষ করে লাভ হবে ২৪০-২০= ২২০ টাকা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কমপক্ষে ১০ প্যাকেট বীজ কিনে এই চাষে অনায়াসে নামতে পারেন। মাশরুমের চাহিদাও যথেষ্ট। **বীজ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন -**

নাসিরুদ্দিন গাজী

লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড,
কোলকাতা - ৭০০০২৬

দিশা
মধুকুন্ডা স্টেশন রোড, পুরুলিয়া
ফোন- ৯৯৩২৭০১২২১ (নাসিরুদ্দিন গাজী)

বালিতোড়া জননী সংঘ
বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত,
সাঁতুড়ী ব্লক, পুরুলিয়া

অধিক লাভে ঘুচবে অভাব

বার্তা প্রতিনিধি: ভারতে তরমুজের চাষ বহু প্রাচীন। গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে তরমুজ খুবই জনপ্রিয়। তাছাড়া দামের দিক থেকেও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বলা যেতে পারে। খাদ্য ও পুষ্টিগুণের বিচারে অন্যান্য ফলের তুলনায় এটি মোটেই কম নয়। বর্তমানে ফলের বাজার ও চাহিদা অনুযায়ী এবং রাজ্যের বর্তমান আবহাওয়াতে তরমুজের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রচুর পরিমাণে তরমুজের চাষ হয়।

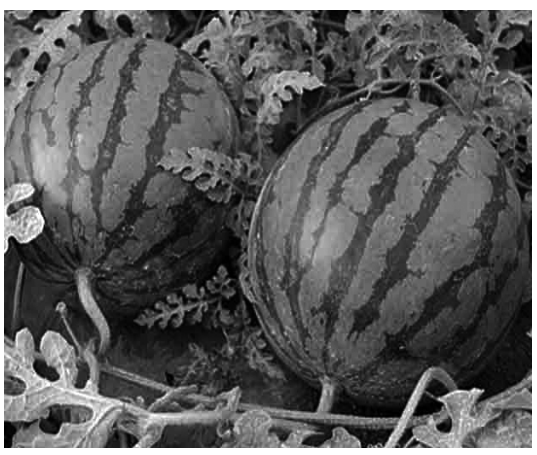

উষ্ণ আবহাওয়া তরমুজ চাষের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্প ও আদ্রতা বেশি থাকলে রোগের আক্রমণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর শুষ্ক রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকলে স্বাদ এবং মিষ্টির পরিমাণ বেশি হয়। কমপক্ষে ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা না থাকলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না। বেলে, বেলে-দোঁয়াশ, কাদা, পলি প্রভৃতি যে কোন মাটিতে তরমুজের চাষ করা যায়। বর্তমানে নোনা মাটিতেও তরমুজের চাষ হচ্ছে। ভাগলপুরী, বেরিলী, ফৈজাবাদী, সাজানপুরী, জৈনপুরী ইত্যাদি জাতগুলি ভালো।

প্রয়োজন মত চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি সমান করে নিতে হবে। এরপর সেচ এবং পরিচর্যার সুবিধার জন্য ৩ মিটার চওড়া নালা করে জমি কয়েক খন্ডে ভাগ করে নিলে ভালো হয়। বীজ ফেলার আগে শোধন করে নিলে পরে রোগ অথবা পোকার আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য দরকার হয় ম্যানকোজেব ৩ গ্রাম। তাছাড়া বীজ বোনার আগে ৪-৫ ঘন্টা ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদ্গম ভালো হয়। প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ৪০০ গ্রাম বীজ লাগে। মাদা ও সারির দূরত্ব যথাক্রমে ৯০ সেমি ও ১২০ সেমি। মাদা কেটে জৈব সার মিশিয়ে নিলে ভালো হয়। প্রতিটি মাদায় ২-৩ টি সুস্থ সতেজ চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলা উচিত। বিঘা প্রতি জৈব সার ৩ টন, সুপার ফসফেট ৩০ কেজি, পটাশ ২০ কেজি, ইউরিয়া ৪০ কেজি প্রয়োজন। মাটির রসের অবস্থান অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। কিন্তু জলের পরিমাণ কম হওয়া জরুরী। বিশেষ করে ফল পাকার সময় বেশি জল দিলে ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতি একরে ১৫-২০ টন ফলন পাওয়া যায়। সঠিক পরিচর্যা করলে তরমুজ চাষে লাভ পাওয়া যায় দ্বিগুণ। রাজ্যের চাষীরা চাষ থেকে মুখ ঘরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ সম্প্রতি আলুতে ধসা রোগ লাগায় চাষীদের মাথায় হাত। তবে তরমুজ চাষে ক্ষতি তো নেইই বরং দ্বিগুণ লাভ ঘরে তোলা যেতে পারে।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে শূকর চাষ

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রাম বাংলার বহু মানুষ শূকর পালন করে সংসার নির্বাহ করেন। শূকরীরা অল্প বয়সে গর্ভবতী হয়। বছরে দু'বার বাচ্ছা দেয়। প্রতি মাসে গড়ে এক কেজি ওজন বাড়ে। লার্জ হোয়াইট, ল্যান্ড রেস, বার্ক প্রভৃতি জাতের শূকর সাধারণত চাষ করা হয়। প্রচন্ড গরম ও বর্ষা শূকর খামারের ক্ষতি করে। তাই প্রতিকূল অবস্থার প্রতিরোধে স্বল্প খরচে আরামদায়ক বাসস্থান করা যুক্তিযুক্ত। শূকরের মল-মূত্র থেকে জৈব সার তৈরি হয়। এদের লোম শিল্পেও ব্যবহার করা হয়। শূকরের খাদ্য হিসেবে রান্না ঘরের ফেলে দেওয়া খাবার, শাকসবজি ব্যবহার করা যেতে পারে। নয় মাস বয়সের শূকরকে প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যায়। পাঁচ বছরের বেশী বয়সের শূকরকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি শূকরী সাধারণত ৩ মাস ৩ সপ্তাহ ৩ দিনে বাচ্ছা প্রসব করে। প্রসবের অন্তত ১৫ দিন আগে গর্ভবতী শূকরীকে আলাদা করে সরিয়ে নিতে হবে। প্রসবের ২-৩ দিন আগে থেকে শূকরীকে নরম খাবার এবং ২ কেজি নরম ঘাস দিলে ভালো হয়। জন্মানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই শূকর ছানার মৃত্যু হয় বেশি। বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে প্রত্যেকটা বাচ্চার স্বাস্থ্য, শারীরিক বৃদ্ধি, দেহের গঠন ইত্যাদির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

শূকরদের মধ্যে সাধারণত এষো রোগ, কলেরা রোগ, এরিসিপেলাস রোগ, প্যারাটাইফয়েড, কৃমি, ধাতব লবন ঘাটতি জনিত ও খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত রোগ দেখা যায়। শূকরের বাচ্চাদের রক্তশূন্যতা, নাভিপোকা, দুধে পায়খানা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। তাই এই সমস্ত রোগ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। রোগের প্রতিরোধ বা প্রতিকারে ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ কেন্দ্রের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

কৃষি পাঠশালা

গোলক বিহারী গোপ: পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের ধবনী সংসদের ধবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ ও ১৮ ই ফেব্রুয়ারি কৃষি পাঠশালা অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুর ব্লকের কৃষি আধিকারিক সন্দীপ মিত্র এই পাঠশালায় ক্লাশ নেন। বীজ সংরক্ষণ, বীজ শোধন, এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষ, ধানের এবং বিভিন্ন ফসলের রোগপোকা আক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের শস্য রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার এবং রাসায়নিক সারের মাত্রা সম্পর্কে চাষীদের ভালভাবে বুঝিয়ে বলা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন ধান রোয়া, ধান ঝাড়াই, ধান কাটা এবং বীজ বোনার মেশিন সম্পর্কে চাষীদের ধারণা দেওয়া হয়। কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রকাশ চন্দ্র মাহাত কৃষকদের অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কমিয়ে জৈব সার ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেন।

কৃষি কর্মশালা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার ব্লকের মাধবপুরে 'প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে এক কৃষি কর্মশালায় কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাড়ীর ব্যবহৃত জল, গোবর সার, বাড়ীর আবর্জনা পঁচানো সার প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পুষ্টি বাগান তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রায় ৫০ জন মহিলা ও পুরুষ কৃষি শ্রমিক এই কর্মশালায় অংশ নেন।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত